বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলাবদ্ধতা মোকাবিলায় কাঙ্ক্ষিত প্রয়াস

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএমই কার্যকর পন্থা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ মানুষ এখনও পানিবন্দি। জলাবদ্ধতার কারণে তাদের বসতভিটা, ফসলের জমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সবকিছুই ভাসছে পানিতে। টিকতে না পেরে এলাকা ছাড়ছে বহু মানুষ। ভয়াবহ এই জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানের পথ হিসেবে নদী খনন এবং নদীতে অবাধ জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থা বা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টকে (টিআরএম) কার্যকর পন্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশেষজ্ঞরা। নদী খননের পাশাপাশি টিআরএম প্রকল্প আবার চালু করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি করেছেন তারা। এ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে জলাবদ্ধতা নিরসনে জনগণের মতামত নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গত ৮ নভেম্বর 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলাবদ্ধতা মোকাবিলায় কাঙ্ক্ষিত প্রয়াস' শীর্ষক এক অনলাইন গোলটেবিল আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে। বেসরকারি সংস্থা উত্তরণ, দৈনিক সমকাল ও ডেইলি স্টার যৌথভাবে এ আলোচনার আয়োজন করে। এতে সহায়তা করে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ

সঞ্চালক

তানজিম ফেরদৌস
ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, জাতিসংঘ

স্বাগত বক্তব্য

মুস্তাফিজ শফি
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
দৈনিক সমকাল

প্রধান অতিথি

এ কে এম এনামুল হক শামীম
উপমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সভাপতি

স্বপন ভট্টাচার্য
প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

আলোচকবৃন্দ

অ্যাড. মুস্তফা লুৎফুল্লাহ
সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-১ আসন

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহম্মেদ রবি
সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-২ আসন

ড. শামসুল আলম
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
পরিকল্পনা কমিশন

প্রকৌশলী এ এম আমিনুল হক
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)

জহিরুল হক খান
ডেপুটি নির্বাহী পরিচালক
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)

এ বি এম শফিকুল ইসলাম
সভাপতি, পানি কমিটি

বিষ্ণুপদ দত্ত
চেয়ারম্যান, পায়রা ইউনিয়ন পরিষদ

অ্যাড. কামরুজ্জামান
সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান সদস্য
পানি কমিটি

হোসনে আরা হাসি
প্রধান নির্বাহী, জাগো নারী ও নির্বাহী সদস্য
স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ

আবুল কালাম আজাদ
স্থানীয় সাংবাদিক ও সদস্য, সাতক্ষীরা নাগরিক কমিটি

জ্যোৎস্না আরা
কাউন্সিলর, সাতক্ষীরা পৌরসভা

হাসেম আলী ফকির
সদস্য, পানি কমিটি

অনুলিখন

জাহিদুর রহমান
স্টাফ রিপোর্টার
দৈনিক সমকাল

মুস্তাফিজ শফি

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতার সমস্যাটি নতুন নয়। এ কারণে মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমরা জানি, এ সমস্যা সমাধানে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আবার সামাজিক কিছু সমস্যার কারণে 'টিআরএম' নামক বিশেষ প্রকল্পটি বন্ধও হয়ে গেছে। জনবান্ধব এ উদ্যোগ আবার নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সরকার, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমকে একযোগে কাজ করতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে বাঙালির কোনো উদ্যোগই ব্যর্থ হয় না, ইতিহাস আমাদের বারবার সেই শিক্ষা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আমরা সফল হবো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে।

এনামুল হক শামীম

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার বিষয় একটু ভিন্ন। সমস্যা নিরসনে টিআরএমের গুরুত্বের কথা সবাই বলছেন। আমরা মূলত জনগণের জন্য কাজ করি। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়েই কাজ করব। কারণ, তারা জোয়ার-ভাটা ও জলোচ্ছ্বাস-ঝড়সহ নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাছ থেকে দেখছেন। আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে। জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙনের স্থায়ী সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৬ হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ও আড়াই হাজার কিলোমিটার ডুবো বাঁধ আছে। বাঁধে গাছ লাগানো ও নদী ড্রেজিংসহ নানা কার্যক্রম চলছে। প্রধানমন্ত্রী জলাবদ্ধতা কিংবা নদীভাঙনের হাত থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সব সময় বলে এসেছেন। দক্ষিণাঞ্চলে ১৫ হাজার কোটি টাকার ১১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখন চলমান আছে দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। দেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত পরিদর্শনে যাচ্ছি। এই মাসের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকাগুলো পরিদর্শন করব। টেকনিক্যাল কমিটিসহ সবার পরামর্শ নিয়ে স্থায়ী সমাধানে যাব। জনগণের যেভাবে সুবিধা হবে, সেভাবেই কাজ করব।

স্বপন ভট্টাচার্য

আমার বাড়ি যশোরের মনিরামপুরে। এ এলাকা গত ২০-২৫ বছর জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত। মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগরের একটি অংশে হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দি। তাদের সবকিছু বন্ধ। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে টিআরএমের কোনো বিকল্প নেই। জনগণের দাবি ছিল টিআরএম। কিন্তু এখানে ৬২টি নদী-খাল খননের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। শুধু নদী খনন করে সমস্যার সমাধান হবে না। যেগুলো দরকার, সেগুলো খনন করে বাকিগুলোর অর্থ টিআরএমের আওতায় আনা হোক। আমডাঙ্গা খাল সচল আছে। আমডাঙ্গা খালটি আরও গভীর এবং চওড়া করে ভৈরবের সঙ্গে সংযুক্ত করা গেলে সমস্যার প্রশমন হবে। নদীর জোয়ার-ভাটা রাখতে হলে টিআরএমের বিকল্প নেই। ওই এলাকার মানুষের জন্মগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নদী খননের সঙ্গে টিআরএম যুক্ত করে জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে।

অ্যাড. মুস্তফা লুৎফুল্লাহ

কপোতাক্ষ অববাহিকার মানুষ আমি। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পে টিআরএম চালু করার কারণে গত আট বছর কপোতাক্ষের মানুষ জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। তারা এখন সুখে আছে। বেতনা ও মরিচ্চাপ নদীর জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু এ দুটি নদীতে টিআরএম অন্তর্ভুক্ত নেই। টিআরএম চালু না থাকলে নদীর জোয়ার-ভাটা ফিরে আসবে না। নদী তার জীবন ফিরে পাবে না। ভবদহের জলাবদ্ধতা দূর করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) যে ৫৫০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে, তার বড় অংশজুড়ে রয়েছে শুধু নদী খনন আর নানা অবকাঠামো নির্মাণ। সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি আর তালার জন্য নেওয়া প্রকল্পেও টিআরএম নেই। স্থানীয় জনগণের মত উপেক্ষা করে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হলে সে উন্নয়ন হবে যান্ত্রিক এবং সাময়িক। প্রকল্পের টাকায় যদি টিআরএম না করা হয়, তাহলে ওই টাকা ডাস্টবিনে যাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহম্মেদ রবি

ছোটবেলায় যে নদী দেখেছি, তা এখন মাঠ হয়ে গেছে। সেই নদীগুলো খুঁজে বের করতে হবে। না হলে নদীতে আর জোয়ার-ভাটা খেলবে না। সব নদী খনন করে এর মুখ যদি সাগরের দিকে দেওয়া যায়, তা হলেই কেবল সমাধান মিলবে। নদী বাঁচাতে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম একমাত্র সমাধান। নদী দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, যত্রতত্র মাছ চাষ হচ্ছে। পাটাতন ও নেট বসিয়ে শহরেও মাছ চাষ হচ্ছে। এবার ঘূর্ণিঝড়ের সময় বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে যায়। কিন্তু এর আগে বৃষ্টিতেও ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে গেছে। নদীর জোয়ার-ভাটা সচল রাখার জন্য ড্রেজিংও চলমান রাখতে হবে। দখলদারদের সরিয়ে নদীগুলো মুক্ত করতে হবে। শুধু দরকার স্বচ্ছতা, সততা ও উদ্যোগ।

ড. শামসুল আলম

আশির দশক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চিংড়ি ও মাছ চাষের কারণে সমস্যা শুরু হয়েছে। খাল ও উপনদীগুলো মাছ চাষের জন্য আটকে দেওয়ার কারণে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। নদী ভরে যাচ্ছে যথেষ্ট পানির অভাবে। খাল-নদী বন্ধ করে দিয়ে নদী মারা হয়েছে। মানুষের এখন দুঃসহ অবস্থা। টিআরএমের অনেকেই বিরোধিতা করেন। কারণ, টিআরএম হলে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা যাবে না। শুধু ড্রেজিং করে নদী বাঁচানো যাবে না। নদীগুলো অবমুক্ত রাখতে হবে। যারা বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করেন, তারা প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বপরায়ণ। নদীর প্রবাহ বন্ধ রেখে মাছ চাষ করতে দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছাই পারে সমাধান। না হলে জলাবদ্ধতা কখনোই যাবে না।

প্রকৌশলী এ এম আমিনুল হক

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমস্যা খুবই জটিল। টিআরএমের পাশাপাশি বড় সমাধান হচ্ছে জোয়ারকে ছয় ঘণ্টা চলমান রাখার সুযোগ করে দেওয়া। শুধু খাল ড্রেজিং নয়, কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। টিআরএম একটি কার্যকর পদ্ধতি, কিন্তু বিলে টিআরএম পদ্ধতি অনুসরণ করলে ২০-২৫ বছর পরে সমস্যা আরও প্রকট হবে। ড্রেজিং করে কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা গেলে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে। সে লক্ষ্যে আমরা ভবদহে একটি প্রকল্প পাঠিয়েছি, ১১টি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছি, দুটি প্রকল্প পাস হয়েছে, ছয়টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

শহিদুল ইসলাম

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিবছর মানুষ জলাবদ্ধতার শিকার হন। এই জলাবদ্ধতা ছয় থেকে আট মাস এবং কোথাও কোথাও প্রায় সারাবছর লেগে থাকে। প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষ এর ভুক্তভোগী। মানুষের জীবনে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। বাধ্য হয়ে কেউ কেউ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যান। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনন্য। এখানে অসংখ্য জোয়ার-ভাটার নদী রয়েছে। এখানকার জীববৈচিত্র্য অন্য এলাকার চেয়ে ভিন্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই মানুষ এখানে বাস করে আসছে। কৃষকরা জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমিতে সাময়িক বাঁধ দিয়ে ফসল ফলাতেন, যাকে অষ্টমাসী বাঁধ বলা হতো। কিন্তু বিপর্যয় নেমে আসে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পর। যদিও বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প অনেক উপকারে আসে। কিন্তু সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোরের নিম্ন অংশে বাঁধের কারণে ১০-১৫ বছর পর মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ নেমে এসেছে। কারণ, বাঁধের কারণে এখানকার নদীগুলোর সঙ্গে প্লাবনভূমি স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটা সময়ে জোয়ারের সময় পানি এলেও আবার ভাটার সময় পানি বেরিয়ে যেত। এ অঞ্চলের বহু নদী ইতোমধ্যে পলি জমে ভরাট হয়েছে। যার কারণে এই জলাবদ্ধতা। জলাবদ্ধতার প্রথম সূচনা হয় যশোর জেলার অভয়নগর ও মনিরামপুর অঞ্চল থেকে। আশির দশকের মাঝামাঝিতে মানুষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে। নব্বই দশক থেকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি প্রকল্প শুরু হয়। নদীগুলোর ভিন্নতার কারণে এ অঞ্চলে টিআরএম ২০১২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু বিল কাপালিয়ায় একটি সামাজিক সমস্যার কারণে টিআরএম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জলাবদ্ধতা আবার বেড়েছে। ২০১১ সালে ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে টিআরএম পদ্ধতি অনুসরণ করে কপোতাক্ষ নদ পুনর্খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এখন এই অববাহিকায় আর জলাবদ্ধতা নেই। জলাবদ্ধতা নিরসনে সাতক্ষীরায় ইতোমধ্যে সরকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কিন্তু এ প্রকল্পে পলি অপসারণ, নদী খনন, বাঁধ সংস্কার করার কথা থাকলেও টিআরএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। একই সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারতসংলগ্ন ইছামতী নদীতে যে দুটি নদীর মাধ্যমে পানি আসত, সেই নদীর ওপর বাঁধ ও স্লুইসগেট অবমুক্ত করার দাবি ছিল। তা এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সব আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা সব সময় জনগণের পাশে থেকেছে, জনগণের কথা শুনেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের বাঁচার আকুতি আওয়ামী লীগ সরকার শুনবে বলে আশা করি। আমরা আস্থা ও বিশ্বাস রাখি, সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান

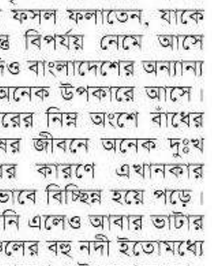

জমিদারপ্রথার সময় অষ্টমাসী বাঁধ থাকত। আট মাস এই বাঁধ স্থানীয় মানুষ ব্যবস্থাপনা করত। পরে যখন জনগণের কাছ থেকে এটি কেন্দ্রে চলে আসে, তখন স্থানীয় মানুষের মতামত না নিয়েই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। জলাবদ্ধতার সমাধান নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে– ওই এলাকার মানুষই এটার সমাধান করতে পারেন। স্থানীয় মানুষ টিআরএমের কথা বলছে, কারণ তারা এটি প্র্যাকটিস করেছে। তবে টিআরএম একমাত্র সমাধান নয়, এটি একটি মাধ্যম হতে পারে। স্থানীয় মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারা সবার চেয়ে ভালো বোঝেন। টিআরএম রেখে অন্যান্য কৌশল সমন্বিতভাবে সমাধান করতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি সামাজিক অন্যান্য সমস্যা সমাধান করতে হবে। জোয়ার-ভাটার সময়ের তারতম্য খুবই জরুরি। ভাটার সময় জোয়ারের পানি নামতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। বাঁধে যে স্লুইসগেট করা হয়, সেখানে পানি ঢুকে আর বের হতে পারে না। ডেল্টা প্ল্যানে অঞ্চল অনুযায়ী স্লুইসগেটের সাইজ নির্ধারণ করা আছে।

জহিরুল হক খান

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও ভাঙনসহ অনেক সমস্যা আছে। সবচেয়ে জটিল সমস্যা হচ্ছে জলাবদ্ধতা। এ এলাকার সব নদী জোয়ার-ভাটার। একটা নদী বেঁচে থাকতে হলে তার নির্দিষ্ট পরিমাণে জোয়ার-ভাটা লাগবে। জোয়ার-ভাটার পরিমাণ কমে গেলে নদীতে পলি জমে ভরাট হয়ে যায়। এতে নদী ধীরে ধীরে মরে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে সাগর থেকে প্রচুর পলি আসে। এ মৌসুমে খনন করা নদী চার মাসে ভরাট হয়ে যায়। একসময় নদীগুলোর জোয়ারের পানি প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হতো। সেই পলি প্লাবনভূমিতে এসে পড়ত। সেখানে জমির গঠন হতো। বাঁধ প্রকল্প জোয়ারের পানিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় যেতে দিচ্ছে না। ফলে পলি প্লাবনভূমিতে না গিয়ে নদীতে পড়ছে। টিআরএম কিন্তু নতুন কিছু নয়; যখন বাঁধ প্রকল্প ছিল না, তখনও এটি ছিল। তখন জোয়ারের পানি বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে প্লাবিত হতো। নদীগুলো তখন বেঁচে ছিল। যখনই বাঁধ প্রকল্প হলো, তখনই নদীগুলোর মরে যাওয়া শুরু হলো। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৯২ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি প্রকল্প নেয়। যখন টিআরএম ছিল না, তখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক ৯ মিলিয়ন। টিআরএম চালুর পর ছয় গুণ বেড়ে জোয়ার-ভাটার পরিমাণ ৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন হয়ে গেল। নদীর গভীরতা বেড়ে গেল ছয় মিটার, যা আগে ছিল দশমিক এক মিটার। ১৫-১৬ মিটার গভীরতা বেড়েছে পাঁচ মাসের ভেতরে। টিআরএম হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক সমাধান। এটাতে কোনো অবকাঠামো প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিকভাবেই জোয়ার-ভাটা যাওয়া-আসা করে। নদীর নাব্য বাড়ে। তবে এটির সামাজিক চ্যালেঞ্জও আছে। টিআরএমের জন্য যে জমির দরকার, মানুষ সেই জমি অধিগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। ৯৪ শতাংশ মানুষ টিআরএমের সঙ্গে নদী খননের কথা বলছে। খনন ও টিআরএমের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রথমে নদী বাঁচাতে হবে। নদী যেভাবে বাঁচবে, সেভাবেই পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

এ বি এম শফিকুল ইসলাম

পানি কমিটি মূলত সিভিল সোসাইটির একটি কমিটি। জলাবদ্ধতা ও উপকূলীয় বাঁধ নিয়ে আমরা কাজ করছি। জলাবদ্ধতা সমাধানে জনগণকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় কিছু সমস্যা সমাধান করেছি। ছোট ছোট গ্রামকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেছি। বিল ডাকাতিয়া, ভবদহ, কপোতাক্ষ এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি ধ্বংস হয়ে যায়; মানুষ চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। পানি কমিটির মাধ্যমে প্রথমে বিল ডাকাতিয়ায় অবাধ জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করি। ছয় মাসের মধ্যে নদী ২০ কিলোমিটারজুড়ে গভীর হয়ে গেল। এরপর আর জলাবদ্ধতা হয়নি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গত ৩০ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেও সমস্যার সমাধান হয়নি। টিআরএমই একমাত্র সমাধান। প্রতিটি নদীর অববাহিকায় এটি করতে হবে। তাহলে নদীর প্রবাহ চালু হবে।

বিষ্ণুপদ দত্ত

হরি নদীর ওপর স্লুইসগেট আছে। আশির দশকে পলি জমে এটি বন্ধ হয়ে গেছে। যে বিশাল পরিমাণে পলি নদীতে আসে, সেই পলি শুধু এই নদীপথে পড়ে। হরি নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পলি দূর করতে না পারলে জলাবদ্ধতা যাবে না। ওই এলাকার মানুষ সংখ্যালঘু। করোনার মুহূর্তে এবং শীতকালে তাদের বাড়ির ভেতরে পানি। ঘর থেকে বের হওয়ার অবস্থা নেই। শীতে মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। সরকারের কাছে আবেদন, এই মানুষগুলোর প্রতি দয়াবান হন, নদীকে বাঁচান। নদী বাঁচানো না গেলে জলাবদ্ধতার সমাধান হবে না।

অ্যাড. কামরুজ্জামান

এই এলাকার মানুষ আওয়ামীপ্রেমী। নৌকায় ভর করে চলা মানুষ। আজ নৌকা ডাঙায় উঠে গেছে। জমিতে লবণ প্রবেশের মধ্য দিয়ে খাল কেটে কুমির আনা হয়েছে। সেই জমিতে মাছ চাষ হচ্ছে। আজ তারা নতুন পথ দেখাচ্ছে– নদী খনন করতে হবে। প্রতিবছর যে ৮০ লাখ ঘনমিটার পলি জমে, সেটি মানুষ রাখবে কোথায়? নদী খননে যে খরচ হয়, তার চেয়ে অনেক কম খরচে অবাধ জোয়ার-ভাটার প্রচলন করা যায়। টিআরএম ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তার মাধ্যমে সমাধান আসবে। করণীয় হলো– এ সমস্যার বিষয়টি মনে ধারণ করতে হবে। টিআরএম চালু হলে চারপাশের মানুষ ধান ও মাছ চাষসহ নানা কৃষিকাজ করে স্বাবলম্বী হয়ে সুখে-শান্তিতে থাকবে।

হোসনে আরা হাসি

আশির দশক থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণে কাজ করছি। বাংলাদেশ যেহেতু দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, সেহেতু আমরা যে কোনো দুর্যোগে মাঠে থাকি। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা কুইক রেসপন্স প্রকল্প চালু করেছি। এই ফোরামের মাধ্যমে সাত দিনে ভুক্তভোগীর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। সাতক্ষীরায় আমরা দুটি ফান্ড দিয়েছি এবং করোনার সময়ও সহায়তা করেছি। উপকূলের মানুষ সবাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। উপকূলে নদীর নাব্য প্রতিনিয়ত কমছে। অনেক নদী হারিয়ে গেছে। বাঁধ দিয়ে নদী মারা হয়েছে। এ জায়গাগুলো সমাধান না করতে পারলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়তে থাকবে। অঞ্চল ভাগ করে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রে সিদ্ধান্তের সময় অঞ্চলগুলো ভাগ করতে হবে। যেমন হাওর, উপকূল ও পাহাড়ি এলাকা ভাগ করে কাজ করতে হবে। কারণ, একেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য একেক রকম। টিআরএমও একমাত্র সমাধান নয়। আরও বেশি গবেষণা করে স্থায়ী সমাধান দরকার। নিয়মিত যেমন ড্রেজিং বজায় রাখতে হবে, আবার কেন নদী মরছে সেদিকেও নজর দিতে হবে। কিছু কিছু এলাকায় বেড়িবাঁধের বাইরে আশ্রয়ণ প্রকল্প আছে। এটি একটি আত্মঘাতী কাজ। নাব্যের কথা বলছি, আবার বেড়িবাঁধের বাইরে আবাসনের ব্যবস্থা করছি।

আবুল কালাম আজাদ

খুলনার কয়রা উপজেলার মানুষ পানির মধ্যে বসবাস করছেন। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বেতনা ও মরিচ্চাপ এলাকায় ৫৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাধান হবে না। সাতক্ষীরার বেড়িবাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু সমস্যা দূর হয়নি। আমরা বারবার বলছি, পানির প্রবাহ সব নদীতে সমানভাবে পাচ্ছি না। নদীগুলো ইছামতী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এতে এখানে ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। আবার ইছামতীর সঙ্গে নদীগুলোর অবাধ সংযোগ দিতে হবে। চিংড়ি চাষ গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। বাঁধগুলো পানি নিষ্কাশনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জ্যোৎস্না আরা

সাতক্ষীরা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবিস্থিত। এই জেলা অসংখ্য নদী, খাল ও শাখা নদী দ্বারা বেষ্টিত। এই জেলা গত ২০-২৫ বছর জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত। ফলে ছয় থেকে আট লাখ মানুষ পানিবন্দি থাকে। জলাবদ্ধতার কারণে মানুষ বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। জোয়ারবাহিত পলির কারণে নদী মরে যাচ্ছে, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। মাছ ও সবজি চাষসহ বিভিন্ন কাজে সমস্যা হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে জলাবদ্ধতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী, শিশু-কিশোর ও বয়স্করা। তারা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তারা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারে না। রান্নাবান্না করতে পারে না। শিশুরা প্রতিনিয়ত পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে। নারীরা নানা রোগে ভুগছেন। উপায় হচ্ছে টিআরএম চালু থাকা। এটি চালু হলে জলাবদ্ধতা দূর হবে। ফলে সবচেয়ে উপকৃত হবে নারী ও শিশুরা। টিআরএম চালু করে অবাধ পানির যাতায়াত নিশ্চিত করা গেলে ১৫ লাখ মানুষ উপকৃত হবে। খাল খনন কোনো স্থায়ী সমাধান না।

হাসেম আলী ফকির

চোখের সামনে নদীগুলো আস্তে আস্তে মরে যেতে দেখছি। সুন্দরবনের ভেতরে যে খাল ও নদী আছে, সেগুলোও এখন ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এলাকার মানুষ এখানে বসবাস করতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' জলবায়ু পরিবর্তন। জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা ও আম্পানের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উপকূলের বাঁধগুলো ভেঙে যাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে হলে নদীর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। নদীর সক্ষমতা বাড়াতে বারবার নদী খনন হচ্ছে, পরের বছর আবার নদী ভরাট হচ্ছে। নদী যেহেতু সংকীর্ণ হয়েছে, জোয়ারের পানি তার প্লাবনভূমি পাচ্ছে না। ফলে জলাবদ্ধতা তীব্র হচ্ছে। অথচ টিআরএমের সুফল ১৫-১৬ বছর ধরে পেয়েছি, এটা পরীক্ষিত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদনদী রক্ষায় টিআরএম চালু করতে হবে।

তানজিম ফেরদৌস

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদী, ড্রেজিং, চিংড়ি চাষ, টিআরএম চালু, অপরিকল্পিত বাঁধ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ নানা সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত স্লুইসগেটগুলো নিয়ে গবেষণার কথাও আলোচনায় উঠে এসেছে। জোয়ার-ভাটা সমন্বয় সাধনের জন্য যথাযথ কর্মকৌশল নিতে হবে। নদীগুলোর মধ্যে কানেক্টিভিটি বাড়াতে হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যা লবণাক্ত পানি ও জলাবদ্ধতা। এই সমস্যা দূর করতে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা আলোচনায় উঠে এসেছে। স্বল্পমেয়াদি কিছু পদক্ষেপের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। পাশাপাশি যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে, তা হলো স্থানীয় মানুষের কথা শুনতে হবে। তারা কী চায়, কীভাবে সমাধান চায়– সেটি নিয়ে এক টেবিলে বসতে হবে। জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মীসহ সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আয়োজনে

Uttaran সমকাল The Daily Star

সহায়তায়

UKaid from the British people

START FUND BANGLADESH START NETWORK